

দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি

সুপ্রিয় ম্যাডাম,

আপনার দীর্ঘ জীবন কামনা করে চিঠি শুরু করছি।

বহুদিন যাবৎ আপনার চরণে নিবেদন করার জন্যে কিছু কথা মনের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। আপনার সান্নিধ্য পাওয়ার মতো যোগ্যতা বিধাতা দেননি, তাই বাধ্য হয়ে কাগজকলমের শরণাপন্ন হতে হলো। আশা করি সর্বাধম ভক্তের প্রার্থনা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আসন্ন ২০০৭ সালের নির্বাচন নিয়েই আমার যতো কথা।

ম্যাডাম, দেশ এক কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে এখন। বাকশালীরা উঠেপড়ে লেগেছে- আপনাকে গদি থেকে ঠেলে ফেলে দিতে। তবে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অতীতের মতো এবারও তাদের প্রচেষ্টার ফল হবে এক প্রকাণ্ড শূন্য। তাদের এই ব্যর্থতার একটাই মাত্র কারণ- বাংলার তরুন সমাজে আপনার আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা। বাংলার জনগণের হৃদয়ে একটাই মাত্র মুখ খোদিত হয়ে আছে, দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার মুখ। সেখানে ভাসানি নাই, মুজিব নাই, এমনিকি জিয়াও নাই, আছে শুধু আপনার ইন্দুবির্নিন্দিত প্রতিচ্ছবি। আপনি যতোদিন জীবিত আছেন, বাংলার মসনদে তারা আর কোন মুখ দেখতে চায় না। নইলে দেখুন না, আপনার গত পাঁচ বছরের শাসনামলে জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুয়েছে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে, টাকার মূল্যমান প্রায় জিরোর কাছাকাছি নেমে এসেছে, আপনার প্রশ্নে জঞ্জীবাদ ভয়ালতম চেহারা নিয়ে সমাজজীবনকে গ্রাস করতে বসেছে- তবুও হাসিনার ডাকে জনগণ রাস্তায় নেমে আসেনি। কেন? কারণ একটাই, আপনার ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব। হাসিনার জনসভায় বোমা ফুটে আইভি রহমানসহ এতগুলি লোক মারা গেল, হাসিনা নিজেও এখন প্রায় হাফ-বধির। তার পরেও জনগণ কতটুকু রিএক্ট করেছে ম্যাডাম? যদি উল্টোটি ঘটতো, অর্থাৎ আপনার জনসভায় বোমা ফুটে খোদা না খাড়া চকোলেট আপা মারা যেতেন কিংবা আপনার সুবর্ণ কর্ণযুগল দিয়ে রক্ত ঝরতো- সেক্ষেত্রে দেশের অবস্থাটা কী হতো কল্পনা করতে পারেন ম্যাডাম? আপনার মনে আছে কি, গত বাকশালী শাসনামলে চিটাগাং মেডিকেল কলেজে আপনার উপর হামলা হয়েছে বলে গুজব রটে। সেই গুজবে বাংলার শহরে বন্দরে কতশত গাড়ী পুড়েছিল, আপনার মনে আছে কী? সামান্য একটি গুজবে দেশ প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল তখন। হাসিনার আমলে যদি শামসুন্নাহার হল কিংবা কানসাট ট্রাজেডির মতো একটিমাত্র ঘটনা ঘটতো কিংবা সাবের হোসেন চৌধুরির চক্রান্তে সাইফুর রহমানকে কিবরিয়ার ভাগ্য বরণ করতে হতো, তা হলে দেশে যে আগুন জ্বলতো- বঙ্গোপসাগরের সবটুকু পানি দিয়েও তা নেভানো যেতো না। আপনার আমলে এতকিছু ঘটার পরেও কিছু হচ্ছে না- কারণ একটাই। আপনার আকাশচুম্বি ইমেজ। যতদিন এই ইমেজ অটুট থাকবে, ইনশাল্লাহ জাতীয়তাবাদের পথ থেকে বাঙালি কোনদিন বিচ্যুত হবে না। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ আমেরিকার একটি ক্লায়েন্ট স্টেটে পরিনত হয়েছে এখন, তবুও জনগণের চোখে তা স্বাধীন স্বার্বভৌম হিসেবেই বিরাজ করবে চিরদিন।

উপরে আল্লাহ এবং জমীনে আপনার জনপ্রিয়তা- এই দুই ফ্যাক্টরের উপর অবিকল আস্থা রেখে এক্ষনে নীম্নের পয়েন্টগুলি আপনার বিবেচনার জন্যে পেশ করছি।

১। বাকশালীদের সংস্কারের দাবী যেন কোনভাবেই মেনে নেয়া না হয় সুপ্রিয় নেত্রী। তা করা হলে জাতীয়তাবাদী শক্তির কবর রচনা হবে; বড় ভাইজান বলেই দিয়েছেন- ‘কারও পিঠের ছাল থাকবে না’। মুখ রক্ষার জন্যে খুব বেশী হলে সিইসি আজিজ মিয়াকে বলির পাঠা করা যেতে পারে, এই গোন্দা লোকটির ইমেজ জনগণের চোখে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খারাপ হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী চালাক-চতুর আর কাউকে খুজে বার করার চেষ্টা করুন। তবে কোন অবস্থাতেই বিচারপতি হাসান সাহেবের গায়ে হাত দেয়া যাবে না, সমীচিন হবে না প্রেসিডেন্ট সাহেবের কজা থেকে আর্মি সরিয়ে নেয়া। ২০০১ সালের শালসা নির্বাচনে আলীগ যে ফাঁদে পড়েছিল, সংস্কারের নামে বিএনপি যেন কোনমতেই সরুপ ফাঁদে না পড়ে।

২। সংস্কার আলোচনার নামে কোনমতেই জামাতকে চটানো যাবে না। মনে রাখবেন, স্বাধীনতার পর খালেদা-নিজামি জুটিই নির্বাচনী ছায়াছবির সবচেয়ে সফলতম জুটি (এমনিকি উত্তমসুচিত্রা জুটির চেয়েও)। এই জুটি অটুট থাকলে শতকরা একচল্লিশ ভাগ ভোটের অধিকারী আলীগের মতো এতবড় একটা দলকেও

মাত্র ষাট সিট দিয়ে টা টা জানানো যায়। নিন্দুকদের কথায় এই জুটি ভাঙলে শুধু যে বিএনপি শেষ তাই নয়, ইসলাম শ্যাম্, দেশ শ্যাম্। ইসলাম তথা দেশ রক্ষার খাতিরে প্রয়োজন হলে নিজামিকে বুক জড়িয়ে ধরে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চণ্ডে বলতে হবে- “যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না আ...”।

৩। শায়খ রহমান, বাংলা ভাইরা আমাদেরই ভাই, একই পথের পথিক। তবুও সময়ের দাবীতে তাদের বলি দেয়ার সময় এসেছে নেত্রী। তাদেরকে এমন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে (যেমন মৃত্যুদণ্ড) যেন জনগণ বুঝতে পারে যে বিএনপি কিছুতেই এই চক্রের সাথে জড়িত থাকতে পারে না। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়ই এই দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শাস্তির রায় যেন জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। (এস্থলে কানে কানে বলে রাখি, আদালত মৃত্যুদণ্ড দিলেই যে তাদেরকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আল্লাহর রহমতে আমাদের হাতে আছে প্রেসিডেন্সিয়াল মার্সি, যার কল্যাণে বিশ বছর পরে জোড়া খুনের আসামীও বেমালুম খালাস পেয়ে যেতে পারে। এদিকটা বিবেচনা করে শায়খ-বাংলা ভাইদের গার্জিয়ান যেসব খতিব-মুফতিরা আছেন, তারা জোটের বিরুদ্ধাচারণ করবেন না বলে আশা করি)।

৪। চিটাগাঙের বীরপুঞ্জাব কর্ণেল অলি'র পাখা গজিয়েছে, জাতীয়তাবাদের মন্ত্র ভুলে তিনি এখন জামাতের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। এই লোকটি তার দলবল নিয়ে আগামী ইলেকশনে আমাদের পিঠে ছুরিকাঘাত করতে পারে, যা হবে খুবই মারাত্মক। এখনই এর একটা ব্যবস্থা নিন নেত্রী, তাকে জাতীয়তাবাদী ফোর্সে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বাগে আনতে আপনার যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি, সাকা চৌধুরির ক্ষেত্রে জাতি তা প্রত্যক্ষ করেছে। কুকুরের লেজতণ্ডের উদ্গাতা এই নেতা প্রকারান্তরে আপনাকে কুকুরির সাথে একাত্ম করে ফেলেছিল। অথচ মাস কয়েকের মধ্যেই জাতি দেখতে পেল, সেই কুকুরেরই পা চাটছে সে। অলি'র প্রতিও সেইরূপ কোন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন নেত্রী, তাকে আপনার আঁচলের তলায় ফিরিয়ে আনুন। সাবাস বাংলাদেশের জনক ব.দ. চৌধুরি বোধ হয় আপনার কথা শুনবে না আর। প্রেসিডেন্টের চেয়ার থেকে ঠেলে ফেলে তাকে রেললাইন দিয়ে যে ইদুর-দৌড় করিয়েছিলেন, সে স্মৃতি তিনি সহজে ভুলবেন না। তা না ভুলুন, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কারণ তিনি এখন সুশীল-সমাজীদের সাথে মিশে গেছেন। বাংলাদেশের জনগণের কাছে সুশীল-সুশীলাদের মর্যাদা কতটুকু, আপনার চেয়ে বেশী সে খবর আর কে রাখে? ডক্টর কামাল আলীগ ছেড়ে সুশীলদের দলভুক্ত হওয়ার পর ইলেকশনে জামানত হারিয়েছিলেন, সেকথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। সুতরাং সুশীল হওয়ার পর বদ চৌধুরিও তার জামানত হারাবেন সেকথা হলফ করে বলা যায় (একমাত্র মুন্সীগঞ্জের আসনটি বাদে)।

৫। এরশাদ চাচাকে হেলাফেলা করবেন না। রমনীমোহন হিসেবে তার যতোই দুর্গাম থাক, লাঙলের ভোট কিন্তু কম নেই ম্যাডাম। বিদিশা অস্ত্রে তাকে আপাত ধরাশায়ী করা গেছে ঠিকই, তবে ইলেকশনের আগে তিনি উঠে দাড়াতে পারেন। বিশেষ করে তার ভাই কাদের সাহেব ছদ্ম-বাকশালী। এদিকটায় নজর রাখবেন।

৬। বাকশালীরা প্রচার চালাচ্ছে, বড় ভাইজান নাকি এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধনকুবের, আড়াই শ' মিলিয়ন ডলারও তার কাছে ফুটো পয়সার সমতুল্য। শুনে বুক সাহস বাড়ল। বাংলাদেশের নির্বাচনী খেলায় টাকা এবং পেশী - এ দুটোই সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর। যার পেশীর জোর আছে, টাকার জোর আছে- জনগণ তাকেই পাগলের মতো ভোট দেয়, প্রশাসন তার মাথায়ই ছাতা ধরে। তার প্রমান শরীয়তপুরের আওরঞ্জা, তার প্রমান টাঙ্গাইলের বঙ্গাবীর। সন্ত্রাসের ধূয়া তুলে হাসিনা তাদের দল থেকে বের করে দিলেও জনগণের ভালবাসা নিয়ে তারা কি সংসদে ফিরে আসেনি? সুতরাং মাঠে ম্যাডাম। ভাইজান যা করেছেন, ঠিক করেছেন। আলীগ ঈর্ষাপরায়ন হয়ে যতোই প্রচারণা চালাক, ভোটে জেতাই আসল কথা। আমাদের অর্থ আছে, পেশীর জোর আছে, নির্বাচন কমিশনে আজিজ ভাই ও স.ম. জাকারিয়া ভাইদের মতো পিলার আছে, উপজেলাগুলিতে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে ছাত্রদল-শিবিরের সোনার ছেলেরা আছে, তত্ত্বাবধায়ক প্রধান হিসেবে বিএনপি'র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাহেব আছেন, জনগণের মগজ খোলাইয়ের জন্যে আছে ফালু ভাই-খোকা ভাই-আব্বাস ভাই ইত্যাদিদের মালিকানাধীন পাঁচ পাঁচটি টিভি চ্যানেল এবং সবার উপরে আছেন পরম বিশ্বস্ত একজন রাষ্ট্রপতি। সুতরাং জয় আমাদের ঠেকায় কে? খোদা সহায় থাকলে আলীগের আসন সংখ্যা এবার তিরিশেও নেমে আসতে পারে।

শেষ করার আগে একটি আশঙ্কার কথা নিবেদন করবো নেত্রী। আপনার বর্ণনা মোতাবেক দেশজুড়ে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে- সেকথা সত্য। জাতীয়তাবাদী ক্যাম্পের একটি চুনোপুটিরও যে উন্নয়ন

হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশিতব্য নয়। তা দেখে ঈর্ষান্বিত বাকশালীরা জনগণকে ভুল বুঝাচ্ছে যার সরাসরি প্রতিফলন ঘটছে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে (যথা চিটাগাংয়ের মেয়র নির্বাচন, দিনাজপুর, টঙ্গী, বিভিন্ন পেশাজীবী নির্বাচন ইত্যাদি)। এসব নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীদের ভূমিধ্বস পরাজয় ঘটলো, এ কীসের আলামত নেত্রী? এই ট্রেন্ড অব্যাহত থাকলে সামনে মহাবিপদ, গত সাড়ে চার বছরের উন্নয়নের জোয়ারে যে মালমাত্রা ভেসে এসে জাতীয়তাবাদীদের ঘাটে নোঙর করেছে, সেগুলিকে সংহতিকরণের জন্যে আরও কিছু সময় দরকার নেত্রী। খোদা না খাস্তা যদি বাকশালীরা ক্ষমতায় যায়, পাই পাই হিসেব নিবে তারা। সুতরাং খুব হিসেব কষে চাল দেয়ার সময় এখন। সেরকম বুঝা গেলে বহুল আলোচিত তৃতীয় শক্তি ক্ষমতায় যাক, তাও মন্দের ভালো। কিন্তু বাকশালীরা যেন না যেতে পারে। আপনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা আছে আমাদের। আমরা জানি, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি নেয়ার মতো ভূয়োদর্শন আপনার পুরোমাত্রায় রয়েছে।

ইতি.....

ভক্তাধম

ছগীর আলী খাঁন

২৮-০৪-২০০৬